ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায়

নারীর ভূমিকা, ঝুঁকি ও করণীয়

কার্যপত্র

৬ মে ২০১৮

প্রেক্ষাপট

- টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা - এর অংশ হিসেবে দেশের নারীদের ওপর দুর্নীতির বিভিন্ন প্রভাব চিহ্নিত এবং করণীয় প্রস্তাব করে আসছে
- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দেশে সর্বস্তরের মানুষের ওপর দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে
- সাম্প্রতিক সময়ে নারীর ওপর দুর্নীতির বিশেষ ধরনের একটি ঝুঁকি লক্ষণীয় - দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের সাথে নারীকে জড়িত করা হচ্ছে, নারীকে উক্ত অবৈধ আয় ও সম্পদের হিসাব দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ করা হচ্ছে এবং এই অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে
- এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন, এবং কার্যপত্র প্রণয়ন
- এ কার্যপত্রের মূল উদ্দেশ্য নারীর ওপর দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায়ের ঝুঁকির বিশ্লেষণ, এই প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত প্রভাব চিহ্নিত করা, এবং এর প্রেক্ষিতে করণীয় নির্ধারণে সহায়ক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা

দুর্নীতি ও জেন্ডার প্রেক্ষিত

- দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সব স্তর বিশেষকরে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওপর সবচেয়ে বেশি
- 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর' হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি বলে ধারণা
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে পুরুষের মতো নারীদেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হতে হয়
- সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৬% কোনো না কোনো সেবা খাত হতে সেবা নিয়েছে এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৭.৮% সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে; সেবাগ্রহীতাদের ৪২.৮% নারী যাদের ৩৮.২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে দেখা যায় (টিআইবি'র খানা জরিপ, ২০১৫)
- বিভিন্ন গবেষণায় নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা ও প্রভাব
    - নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রচলিত দুর্নীতির সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন, যার মধ্যে শারীরিক লাঞ্ছনা, যৌন নিপীড়ন, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণে ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, এবং এসব বিষয় নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় (ইউএনডিপি ২০১২; মুতোনহুরি ২০১২)
    - নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে কিন্তু প্রকাশ করতে কম আগ্রহী (নাওয়াজ ২০০৯)
    - নারীরা ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম আগ্রহী (টিআই গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১৪)

দুর্নীতি ও জেন্ডার প্রেক্ষিত: দুর্নীতি ও নারী নিয়ে টিআইবি'র গবেষণা

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে

অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

- আর্থিক দুর্নীতি - ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, প্রতারণা
- সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি - দায়িত্বে অবহেলা, দুর্ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি
- লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি - যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি

নারীর দুর্নীতি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ধরন - দুর্নীতির শিকার, দুর্নীতির সংঘটক, দুর্নীতির মাধ্যম, এবং দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে

দুর্নীতির শিকার হিসেবে

- বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা - স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক
- নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা - স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি/ ভিজিএফ, মাটি কাটার কাজ, নারী নির্যাতন মামলা, উপবৃত্তি
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া - ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকি
- বিশেষ ক্ষেত্র - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী কোটায় নিয়োগ, প্রজনন স্বাস্থ্যকর্মীর টার্গেট পূরণের জন্য 'রোগী' হিসেবে বিক্রি হওয়া, ইউনিয়ন পরিষদে বিচার-সালিশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা

দুর্নীতি ও জেন্ডার প্রেক্ষিত: দুর্নীতি ও নারী নিয়ে টিআইবি'র গবেষণা

সংঘটক হিসেবে

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ঘুষ ও অনিয়মের ব্যাপকতা (শিক্ষা অফিস, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার-সালিশ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে)
- চাকরি পাওয়ার জন্য ঘুষ ও অনিয়মের আশ্রয়
- বিভিন্ন খাতে নারী সেবা প্রদানকারীদের একাংশের অনিয়ম
- শিক্ষা খাত - দায়িত্বে অবহেলা, উপবৃত্তি বিতরণে নিয়ম-বহির্ভূত টাকা আদায়, কোচিং পড়তে বাধ্য করা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান - সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (অন্তর্ভুক্তি, বিতরণ)
- ভূমি, কৃষি ব্যাংক - সেবা প্রদানে অর্থ আদায়

মাধ্যম হিসেবে

- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হিসেবে নারীদের ব্যবহার
- উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে খালি চেকে স্বাক্ষর
- নারীকে ব্যবহার করে এনজিও, ব্যাংক ঋণ বা দাদনের টাকা আত্মসাৎ
- ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নারী কর্মীর মাধ্যমে অবৈধ অর্থ আদায়
- বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে মেম্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জাল জন্ম নিবন্ধন সনদ তৈরি

দুর্নীতি ও জেন্ডার প্রেক্ষিত: দুর্নীতি ও নারী নিয়ে টিআইবি'র গবেষণা

নারীর ওপর দুর্নীতির কারণ - পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অভিগম্যতা এবং বিদ্যমান সুশাসনের অবস্থার ওপর নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে - এসব কারণ গভীরভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে

নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব

- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক
  - মৃত্যু - তাজরিন, রানা প্লাজা, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে
  - প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া - স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি খাতের প্রতিষ্ঠান থেকে
  - ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া - ইউনিয়ন পরিষদের সালিশ ও আদালতে অধিকার হরণ
  - আর্থিক ক্ষতি - অতিরিক্ত ব্যয়; নির্ধারিত প্রাপ্য না পাওয়া; পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ; জমি বিক্রি করে ঘুষের টাকা দেওয়ায় উপার্জনের মাধ্যম হারানো; ঋণগ্রস্ত হওয়া; আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব
  - যৌন নির্যাতনসহ বহুমুখি অধিকার হরণ
- প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক: দুনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
- রাজনৈতিক: নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ঝুঁকি

- দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ও সম্পদ বিভিন্নভাবে ব্যবহার - দেশের বাইরে পাচার; দেশের ভেতরে বিনিয়োগ, ভোগ, সঞ্চয়, সম্পদ ক্রয়
- দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ও সম্পদ রক্ষার্থে বা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বা দুর্নীতি করে নিজেকে আড়াল করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন
- দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি নিজের নামে না রেখে পরিবারের অন্য সদস্য বিশেষকরে স্ত্রীর নামে রাখা - অনেকক্ষেত্রে স্ত্রী এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকে না, আবার অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী এ সম্পর্কে জানে এবং তার সম্মতি থাকে
- এসব ক্ষেত্রে দুদক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক) এই সম্পদ অর্জনের উৎস বা আয়ের হিসাব স্ত্রীর কাছে (যেহেতু তার নামেই অর্থ বা সম্পত্তি) জানতে চাইলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রী সঠিকভাবে জবাব দিতে ব্যর্থ হয় এবং আইনি প্রক্রিয়ায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয়
- সাধারণভাবে আইনে পরিবারের সদস্যদের নামে সম্পদ ক্রয় বা অর্থ গচ্ছিত রাখায় কোনো বাধা নেই; এ ক্ষেত্রে সম্পদ বৈধ হলে যার নামে সম্পদ অর্জিত তার আয়ের বা সম্পদের উৎস দেখানো প্রয়োজনীয়

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ঝুঁকি

- অনেকসময় দেখা যায় স্ত্রীকে রক্ষা করার বদলে স্বামী নিজেকে বাঁচাতে দাবি করেন যে স্ত্রীর সম্পদের হিসাব তিনি জানেন না
- অনেকক্ষেত্রে স্বামীকে বাঁচাতে বা উক্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে রক্ষার্থে স্ত্রী নিজের দায় স্বীকার করেন; আবার স্ত্রী যদি অস্বীকারও করেন যে তিনি তার নামে রাখা সম্পদ সম্পর্কে কিছু জানেন না তারপরও তিনি অবৈধ সম্পদ রাখার সহযোগী হিসেবে মামলার আসামী হয়ে যান
- অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীদের নামে লোক দেখানো 'ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার' (টিআইএন) খোলা হয়, যেখানে আয়ের উৎস হিসেবে এমন ব্যবসার উল্লেখ করা হয় যা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না, যেমন মৎস্য ব্যবসা, 'রাখি মালের' ব্যবসা
- অনেকক্ষেত্রে অবৈধ অর্থ বা সম্পদের দায় স্বীকার না করলে নারী (স্বামী কর্তৃক) শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়
- এই প্রবণতার ফলে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয় ও সম্পদের পারিবারিক দায় নারীর ওপর বর্তায় এবং নারীকে উক্ত অবৈধ আয় ও সম্পদের হিসাব দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ বা অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়

বৈধ উৎসের সাথে অসংগতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন: প্রযোজ্য আইনি কাঠামো

- বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তরের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান [অনুচ্ছেদ ৪২]; কিন্তু অবৈধ উপায়ে বা দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকে দেশের আইনি কাঠামো কোনোভাবেই সমর্থন করে না
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না [অনুচ্ছেদ ২০(২)]
- দেশের বিভিন্ন আইনে নির্দেশিত ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের (স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান ও তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি) আয় বা সম্পত্তি অর্জনের উৎস বা সম্পদের হিসাব (মোট সম্পদ এবং দায়-দেনার বিবরণ) বা ঘোষণা দানের বিষয়ে বলা রয়েছে - আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এ নিজের বা অন্যের নামে সম্পত্তি অর্জন সংক্রান্ত অপরাধ ও সাজার বিষয়ে উল্লেখ (ধারা ২৬, ২৭) - তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে বা মিথ্যা বা ভিত্তিহীন কোনো তথ্য প্রদান বা দলিলপত্র উপস্থাপন করলে তিনবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড

বৈধ উৎসের সাথে অসংগতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন: প্রযোজ্য আইনি কাঠামো

- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২-তে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর, অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করার অভিপ্রায়ে কোনো বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা; সম্পৃক্ত অপরাধ হতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা; অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা অপরাধ হিসেবে গণ্য (ধারা ২)
- যদি কেউ কোনো অপরাধ সংঘটনে বা অপরাধ বলে গণ্য কোনো কাজে সহায়তা করে, বা যদি উক্ত অপরাধ বা কার্য দুষ্কর্মে সাহায্যকারী ব্যক্তির ন্যায় একই উদ্দেশ্যে কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য আইনতই যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধে সহায়তা করে বলে বিবেচিত হবে, (বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০, ধারা ১০৮); কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধে সহায়তা করলে যদি এর ফলে সাহায্যকৃত কাজটি সম্পন্ন হয় তাহলে তা দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে (বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০, ধারা ১০৯)
- কোনো দুষ্কর্মের সহযোগীও উক্ত অপরাধের জন্য সমানভাবে অপরাধী এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যোগ্য সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হবে (সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২, ধারা ১৩৩)

স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জন সংক্রান্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলা

- ২০০৭ থেকে ২০১৮ এর মার্চ পর্যন্ত সময়ে দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত ২৯টি মামলায় ২৯ জন নারীকে স্বামীর দুর্নীতির কাজে সহায়তা বা জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন বা সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে অধস্তন আদালত থেকে কারাদণ্ড এবং/বা আর্থিক জরিমানা
- এর মধ্যে ২৬ জনকে স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তা করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন সাজা দান
  - ২৫ জনকে তিনবছর এবং একজনকে দুইবছরের সাধারণ কারাদণ্ড
  - ২০ জনকে সাধারণ কারাদণ্ডের সাথে অর্থদণ্ড - ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে এক কোটি টাকা পর্যন্ত
- প্রায় সবগুলো ক্ষেত্রেই অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্পদ বাজেয়াপ্ত, যার পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত

আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত অবৈধ আয় ও সম্পদ অর্জনকারী নারীদের স্বামীদের পেশা

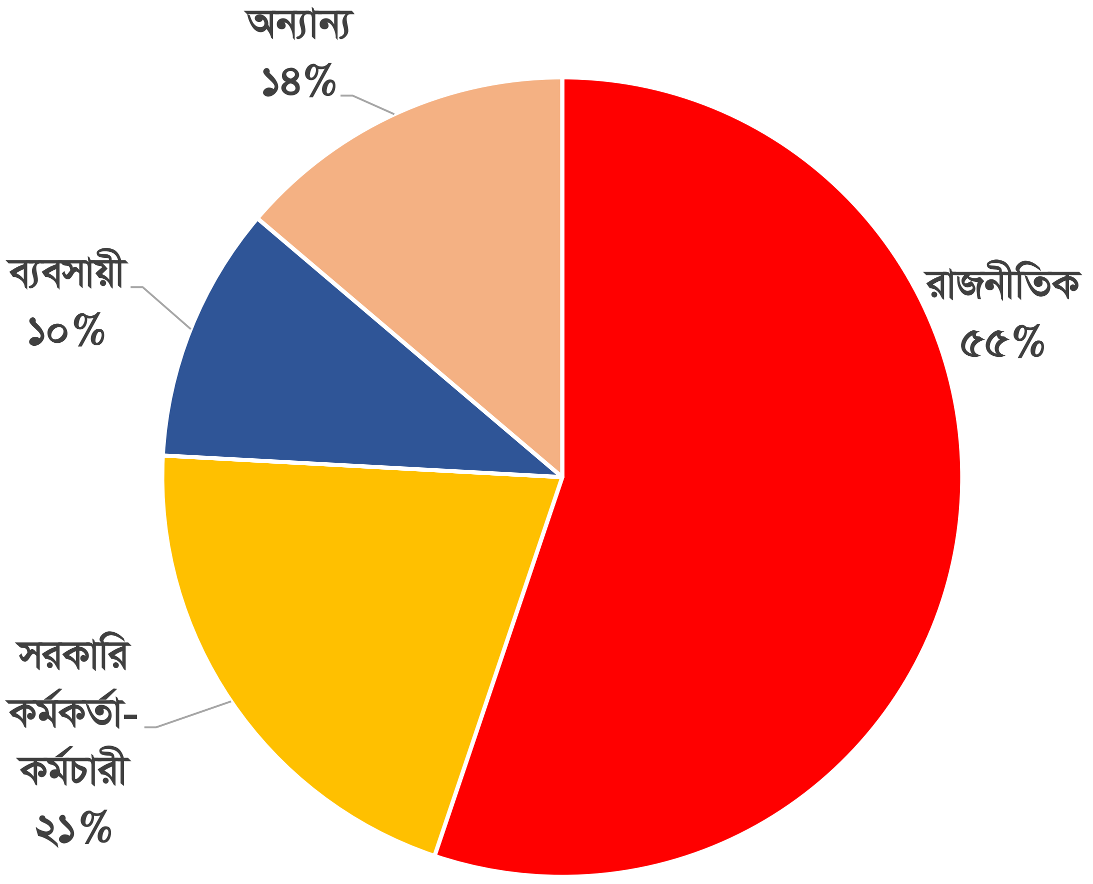

স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও মামলা

- স্ত্রীরা ‘গৃহিণী’ হলেও তাদের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ - ব্যাংকে লগ্নি; ব্যবসার অংশীদার হিসেবে শেয়ার; জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট
- ২০১৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত দুদকে স্বামী কর্তৃক অবৈধ আয় করে স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত ১১৮টি অভিযোগ অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে (দুদকের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানাধীন অভিযোগের ১১%)
- এ সংক্রান্ত ৩০টি মামলা তদন্তনাধীন (দুদকের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্তনাধীন অভিযোগের ১২%)
- ১৪টি মামলায় চার্জশীট প্রদান (দুদকের অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত চার্জশীটের প্রায় ৩০%)

স্বামীর অবৈধ সম্পদ স্ত্রীর নামে অর্জন সংক্রান্ত বর্তমান অনুসন্ধান ও মামলাঃ স্বামীদের পেশা

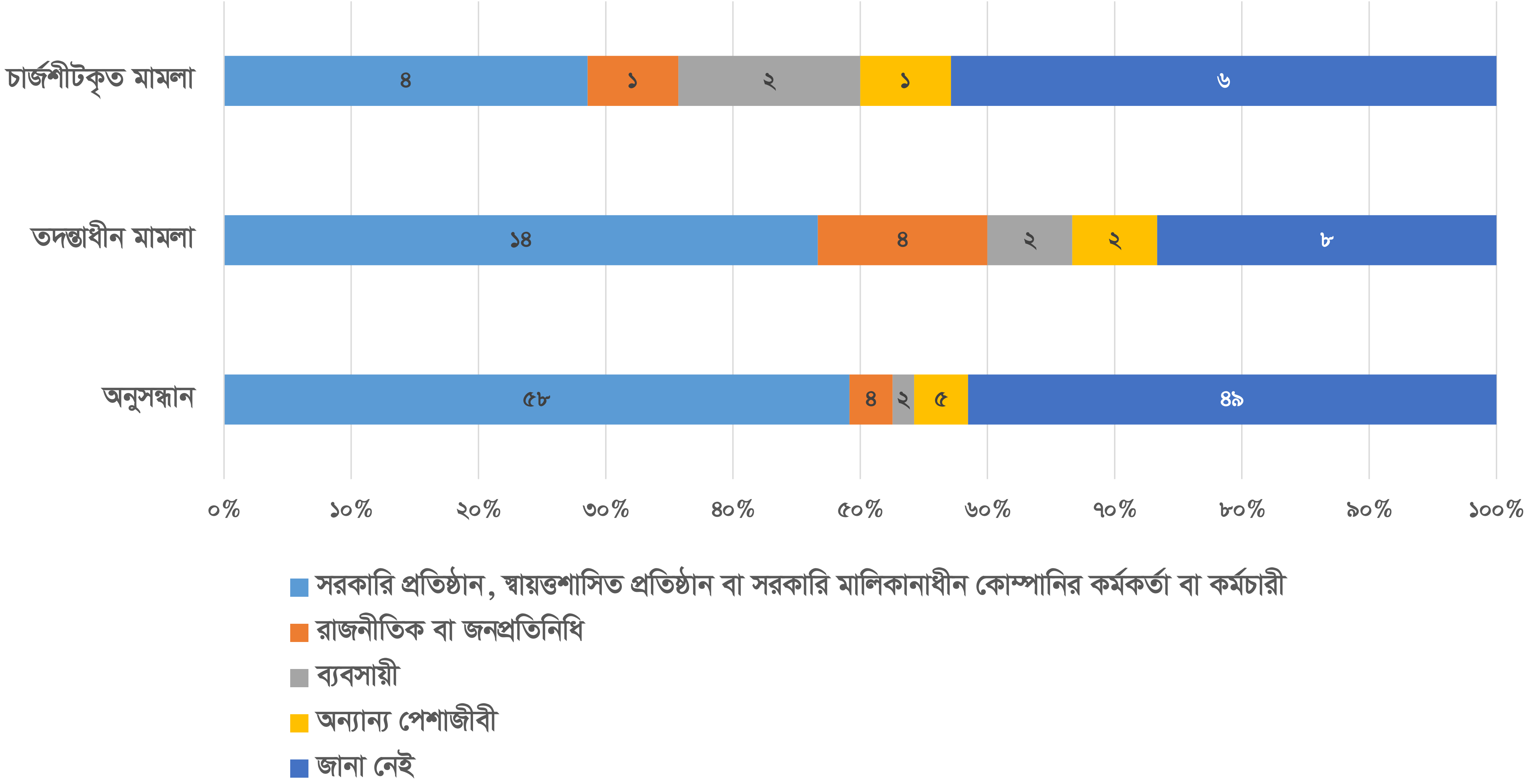

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায় ও নারীর ওপর ঝুঁকি সৃষ্টির কারণ

- পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট - পরিবারে প্রধান পুরুষ ব্যক্তি বা স্বামীর সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ - অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করতে সমর্থ না হওয়ায় স্বামী তার সিদ্ধান্ত স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয়
- নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা
- নারীর সহমর্মী মনোভাব - স্বামী বা পরিবারের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে নারী স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে
- নারীর সচেতনতার অভাব - দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় বা পরবর্তী আইনি ফলাফল সম্পর্কে নারীরা অবগত থাকে না
- দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা - পুরুষের দুর্নীতি প্রবণতার পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে নারীদেরও দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা দেখা যায় - তারা স্বামীর অপরাধ আড়াল করার কাজে অংশগ্রহণ করে - কিছু ক্ষেত্রে 'স্ত্রী বা পারিপার্শ্বিক চাপের কারণে দুর্নীতি করতে বাধ্য' হয় বলে স্বামীদের আত্মপক্ষ সমর্থন
- প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির ঘাটতি
- সম্পদ হস্তান্তরে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে চলায় ঘাটতি

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দায়: নারীর ওপর ঝুঁকির কারণ-ফলাফল-প্রভাব

কারণ

- পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট - পরিবারে প্রধান পুরুষ ব্যক্তি বা স্বামীর সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা
- নারীর সহমর্মী মনোভাব
- অপরাধ আড়াল করার প্রচেষ্টা
- দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা
- নারীর সচেতনতার অভাব
- প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির ঘাটতি
- সম্পদ হস্তান্তরে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে চলায় ঘাটতি

ফলাফল

- দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পত্তি বা অর্থের মালিকানা অর্জন
- না জেনে দুর্নীতির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ
- তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় মুখোমুখি হওয়া
- মামলার ব্যয়ভার বহনের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

প্রভাব

- সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া
- বিশ্বাস ভঙ্গ ও হতাশাগ্রস্ততা
- পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি
- নারীর ওপর শারীরিক ও মানসিক বিরূপ প্রভাব
- নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- দুর্নীতির মাধ্যম অর্জিত আয় ও সম্পদের দায় নারীর ওপর ভিন্ন একধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি করছে
- দুর্নীতির ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে
- নারী বিভিন্ন ভূমিকায় এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে
  - দুর্নীতির শিকার - স্বামীর দুর্নীতির দায় নিতে বাধ্য হওয়া
  - দুর্নীতির মাধ্যম - নারীকে ব্যবহার করে অবৈধ আয় ও সম্পদ গোপন করা
  - দুর্নীতির সুবিধাভোগী - অর্জিত অবৈধ আয় বা সম্পদের মালিকানা অর্জন
  - দুর্নীতির সংঘটক - সার্বিকভাবে নিজে বা স্বামীর দুর্নীতিতে সহায়তাকারী হিসেবে

করণীয়

১. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কে নারীদেরকে সজাগ ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা করতে হবে। এই প্রচারণার মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতা ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের শাস্তি সম্পর্কে জানাতে হবে

২. কোনো নারীর নামে কোনো অর্থ গচ্ছিত রাখা বা সম্পদ ক্রয় করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঐ অর্থ বা সম্পদের উৎস এবং বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে

৩. পুরুষের দুর্নীতি সম্পর্কে নারীকে সোচ্চার হতে হবে

৪. নারী অধিকার সংগঠন কর্তৃক দুর্নীতির শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে

৫. নারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবেদনশীল হতে হবে এবং আরও নারী-বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৬. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় ও সম্পদের যে দায় নারীকে বহন করতে হচ্ছে তার সাথে নারীরা কতখানি সজ্ঞানে জড়িত তা নিরূপণে আরও গবেষণা ও নীতি কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন

৭. সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যেক বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণী দান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে

৮. সম্পদ ক্রয় ও হস্তান্তরের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ